অতিরিক্ত ব্যয়ের কথা ভেবে এবার বেসরকারি স্কুলে সন্তানকে ভর্তি করানোর বিষয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন মধ্য ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির অনেক অভিভাবক। নিজেদের সামর্থ্য বিবেচনায় নতুন বছরে তাদের প্রথম পছন্দ তাই সরকারি স্কুল। দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে আরও সরকারি স্কুল প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছেন অভিভাবকরা।

এ বছর সারাদেশে সরকারি ৪০৫ স্কুলে আসন সংখ্যা ৮০ হাজার ৯১ এবং দুই হাজার ৯৬১ বেসরকারি স্কুলে ৯ লাখ ৪০ হাজার ৮৭৬ আসনে ভর্তি নেওয়া হবে। সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে গত ১৬ নভেম্বর। ভর্তির নির্ধারিত ওয়েবসাইটে **gsa.teletalk.com.bd**আবেদন করা যাচ্ছে। আগামী ৬ ডিসেম্বর বিকাল ৫টা পর্যন্ত এ আবেদন করা যাবে।

advertisement

করোনা মহামারীর পর বিদ্যমান বৈশ্বিক সংকটে অতিরিক্ত খরচের বিপরীতে মানুষের আয়-রোজগারেও টান পড়েছে। কোভিড সংক্রমণের কারণে সারাবছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। তবে এতে ন্যূনতম টিউশন ফি মওকুফ করেনি স্কুলগুলো। পুরো বছরের টিউশন ফি পরিশোধ করতে হিমশিম খাচ্ছেন সাধারণ অভিভাবকরা। টিউশন ফি পরিশোধে সরকারি দায়সারা নির্দেশনা নিয়েও ক্ষুব্ধ তারা। অভিভাবকদের প্রশ্ন- চাহিদার তুলনায় কেন অপ্রতুল সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বেসরকারি শিক্ষাবাণিজ্যের প্রতি সরকারি উৎসাহেরও অভিযোগ রয়েছে তাদের।

advertisement 4

এ বছরের ভর্তি প্রসঙ্গে সরকারি বাংলাবাজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে লটারিতে ভর্তি ইচ্ছুক এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ গতকাল আমাদের সময়কে বলেন, করোনায় আমাদের সবারই আয়ের ব্যবস্থা সংকুচিত হয়েছে, অন্যদিকে বেড়েছে জীবনযাত্রার ব্যয়। এর পরও বেসরকারি স্কুলে কোনো টিউশন ফি মওকুফ করেনি। কিন্তু সন্তানের লেখাপড়া তো চালিয়ে নেওয়া দরকার। সামর্থ্য ও কম খরচ ভেবে তাই সন্তানকে সরকারি স্কুলে দিতে চাই। এখন ভাগ্যে কী ঘটে, অপেক্ষা করছি।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ুয়া এক শিক্ষার্থীর বাবা সৈয়দ আহমদ বলেন, করোনার সময় আমরা সরকারের কাছে দাবি করেছিলাম টিউশন ফি মওকুফ করার, কিন্তু সরকার যে নির্দেশনা দিয়েছে, এটি দায়সারা নির্দেশনা। এখন পর্যন্ত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টিউশন ফি মওকুফ করেনি। মহামারীতে আর্থিক ক্ষতি সব পরিবারে কমবেশি হয়েছে। কিন্তু মনে হয়েছে- সরকার বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই। ফলে বন্ধ থাকার পরও কোনো প্রতিষ্ঠানই টিউশন ফি মওকুফ করেনি। অভিভাবকদের ওপর নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করে সব টাকা উসুল করেছে। আমাদের সাধ্যের মধ্যে অল্প ব্যয়ে আমার মেয়েকে তাই সরকারি স্কুলে ভর্তি করাতে চাই, আবেদনও করেছি।

তেজগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি ইচ্ছুক এক শিক্ষার্থীর মা সোনিয়া বেগম অভিযোগ করে বলেন, সরকারি স্কুলে চাহিদা থাকার পরও স্কুলের সংখ্যা কম। সরকার নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না করলে এগুলোয় আসন বাড়িয়ে ভর্তি নিতে পারে। আমাদের মতো সাধারণ মধ্যবিত্তদের জন্য প্রতি মাসে ৫ হাজার থেকে ৮ হাজার টাকা টিউশন ফি দিয়ে ছেলেকে বেসরকারি স্কুলে লেখাপড়া করানো অসম্ভব ব্যাপার। লটারিতে চান্স না পেলে কী হবে? কোথায় পড়াব সেই টেনশনে আছি।

একই স্কুলে ভর্তি ইচ্ছুক আরেক শিক্ষার্থীর অভিভাবক খাদিজা বেগম বলেন, করোনার মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার পরও টিউশন ফি পরিশোধ করার জন্য যে নির্দেশনা ছিল, সেটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই বলা হয়েছে। চাহিদা থাকার পরও সরকারি স্কুল প্রতিষ্ঠা না করে বেসরকারি স্কুলগুলোকে শিক্ষাবাণিজ্য চালানোর সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ প্রফেসর মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, কারোনা আমাদের নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে। আমরা আগে চাহিদার অতিরিক্ত খরচ করতে তেমন একটা চিন্তা করতাম না। এর সঙ্গে এখন বৈশ্বিক সংকট চলছে। নিত্যপণ্যের দাম চড়া। মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত সবাই পরিবারের খরচ মেটাতে হিমশিম খাচ্ছি। এর পর শিক্ষা ব্যয়, এটি আরও ভাবিয়ে তুলেছে। অর্থাৎ আমাদের আর্থিক যে জোগান আছে, সেটি দিয়ে মৌলিক চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করতে হচ্ছে। তেমনি অভিভাবকদের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসছে, এক সময় বেসরকারি স্কুলে ভর্তির বিষয়টি ছিল সোনার হরিণ, এখন সরকারি স্কুলে ভর্তি যেন সোনার হরিণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অভিভাবকরা সে জন্য খরচের কথা ভেবে সরকারি স্কুলকেই বেছে নিতে চাচ্ছেন। শহর ও গ্রামে জনসংখ্যার চাহিদার ভিত্তিতে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) উপপরিচালক (মাধ্যমিক) আজিজ উদ্দিন আমাদের সময়কে বলেন, প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত শূন্য আসনে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। তবে সব স্কুলে সব শ্রেণিতে আসন ফাঁকা নেই। আবার কিছু হাইস্কুল সংযুক্ত প্রাথমিক স্তরে তৃতীয় শ্রেণি থেকে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়ে থাকে। এবার কোনো শ্রেণিতেই ভর্তি পরীক্ষা হবে না। সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয়ভাবে লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হবে। আবেদন প্রক্রিয়া শেষে সরকারি স্কুলে ভর্তির লটারি হবে ১০ ডিসেম্বর। আর বেসরকারি স্কুলের লটারি ১৩ ডিসেম্বর করা হবে। ভর্তির যাবতীয় কাজ শেষ করা হবে ২৮ ডিসেম্বরের মধ্যে। এক আবেদনে পাঁচটি স্কুলের নাম পছন্দের কোটায় উল্লেখ করা যাবে।

2
Shares

advertisement